180341 - শরয়ি আমলগুলোর স্তরভদে ও প্রত্যকে স্তররে উদাহরণ

প্রশ্ন

ফরয (আবশ্যকীয়), মুস্তাহাব (আবশ্যকীয় নয়), মুবাহ (ঐচ্ছকি), মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ও হারাম (নষিদ্ধি)। আমি আশা করব, আপনারা আমাকে প্রত্যকে শ্রণেীর একটি করে উদাহরণ জানাবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ওয়াজবি: যা পালন করার জন্য শরয়িতপ্রণতো আবশ্যকীয়ভাবে নর্দিশে দয়িছেনে।

এর উদাহরণ হচ্ছ-ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানরে রোযা, যাকাত দয়োর সামর্থ্যবান হলে যাকাত, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ।

'ওয়াজবি'-কে فرض (ফরয), فريضة (আবশ্যকীয়), حتم (অপরহির্য), لازم (অনবির্য) ইত্যাদওি বলা হয়। এ ধরণরে আমল সম্পাদনকারী সওয়াব পাবনে এবং না করলে শাস্তি পাব।ে

দুই:

মানদুব: যা পালন করার জন্য শরয়িতপ্রণতো নর্দিশে দয়িছেনে; তবে আবশ্যকীয়ভাবে বা অপরহির্যরূপে নয়।

এর উদাহরণ হচ্ছ-ে কয়িামুল লাইল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে সাথরে সুন্নত নামাযগুলো ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে অতরিক্তি নামাযগুলো, প্রতি মাসে তনিদনি রোযা রাখা, শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখা, গরীবদরেকে দান-সদকা করা এবং নয়িমতি যকিরি-আযকার ও ওযফিাগুলো পড়া।

'মানদুব'-কে মুস্তাহাব, সুন্নত, মাসনূন, নফল ইত্যাদওি বলা হয়। এ ধরণরে আমল পালনকারী সওয়াব পাবনে; তবে বর্জনকারী শাস্তি পাবে না।

তনি:

হারাম বা নিষিদ্ধ: যাতে লিপ্ত হওয়া থেকে শরিয়তপ্রণেতা আবশ্যকীয়ভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন- ব্যভিচার, মদপান, পিতামাতার অবাধ্যতা, দাঁড়ি না রাখা, নারীদের বেপর্দা চলাফেরা করা।

হারাম কাজ বর্জনকারী সওয়াব পাবেন, আর হারামে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে।

চার:

মাকরুহ: যাতে লিপ্ত হওয়া থেকে শরিয়তপ্রণেতা নিষেধ করেছেন; তবে আবশ্যকীয়ভাবে নয়। যেমন- কোন কিছু বাম হাতে গ্রহণ করা ও বাম হাতে প্রদান করা। নারীদের জন্য মৃতব্যক্তির জানাযার সাথে যাওয়া। এশার নামাযের পর আলাপ-আলোচনা করা, কাঁধ খালি রেখে এক কাপড়ে নামায আদায় করা, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের আগে নফল নামায পড়া এবং আছরের নামাযের পর সূর্যাস্তের আগে নফল নামায পড়া।

মাকরুহ আমল বর্জনকারী সওয়াব পাবেন; কিন্তু মাকরুহ আমলে লিপ্ত হলে শাস্তি দেওয়া হবে না।

পাঁচ:

মুবাহ বা হালাল বা জায়েয: যে আমলের সাথে সত্তাগতভাবে কোন আদেশ বা নিষেধ সম্পৃক্ত নয়।

যেমন- পানাহার করা, বেচাকেনা করা, পর্যটনমূলক বা জীবিকার সন্ধানে ভ্রমণ, রযমানের রাতেরবেলা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা।

মুবাহ –এর সংজ্ঞাতে 'সত্তাগতভাবে' কথাটি এ জন্য বলা হয়েছে যেহেতু হতে পারে এর সাথে তৃতীয় কোন একটি বিষয় সম্পৃক্ত হয়ে সেটাকে নির্দেশিত কিংবা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত করবে।

উদাহরণত: ‘পানি খরিদ করা’ মূলত একটি মুবাহ কাজ। কিন্তু, যদি পানি খরিদ করার উপর ফরয নামাযের জন্য ওযু করা আটকে থাকে সেক্ষেত্রে পানি খরিদ করা ওয়াজিব। কেননা যে মাধ্যম ছাড়া কোন ওয়াজিব কর্ম সম্পাদিত হয় না সে মাধ্যমও ওয়াজিব।

আরেকটি উদাহরণ- পর্যটনমূলক ভ্রমণ মূলত একটি মুবাহ কাজ। কিন্তু, এ ভ্রমণ যদি হয় বিধর্মী কোন দেশে যেখানে ফিতনা, পাপাচার ও ব্যভিচার ইত্যাদির সয়লাব; এমন ভ্রমণ হারাম। কেননা এ ভ্রমণ হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম।

এ বিষয়ে আরও জানতে পড়তে পারেন: ইবনে কুদামার লিখিত 'রওযাতুন নাযের ওয়া জুন্নাতুল মুনাযির' (১/১৫০-২১০), যারকাশির লিখিত 'আল-বাহরুল মুহিত' (১/১৪০-২৪০) এবং ইবনে উছাইমীনের 'শারহুল উসুল মিন ইলমিল উসুল' (৪৬-৬৮)।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।